যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫...

এসএসসি : ফাঁস হওয়া প্রশ্নে ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ

যুগান্তর রিপোর্ট

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে চলমান এসএসসি ও সমমানের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সারাদেশে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু তার আগের রাতেই কোথাও হাতে লেখা আবার কোথাও কম্পিউটার কম্পোজ করা প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়। মঙ্গলবার সকালে পাঠকের হাতে যাওয়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে অভিযোগ আকারে এই প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। পত্রিকায় ফাঁস হওয়া দুই সেট প্রশ্ন ছাপা হয়। এর মধ্যে 'ক' সেট প্রশ্নে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন এই প্রশ্নে ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষে দুপুরে মিলিয়ে কথিত সেই প্রশ্নের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সকালেই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে অবহিত হয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন। সেখানে শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে তিন জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিনা কিংবা ফাঁসের গুজব তুলে কেউ কোন ব্যবসা করছে কিনা এবং কে বা কারা প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে তা খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও করণীয় সম্পর্কে জানাতে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিতে বলা হয়।

পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা গেছে, Passage অংশে এসেছে When e was medical student..., Vocabulary অংশে ৯ নম্বর প্রশ্নে Education (a) ... man's life ... educated man. ১০ নম্বর প্রশ্নে Off all the ..., ১১ নম্বর প্রশ্নে Table: ১৬ December, ১২ নম্বর প্রশ্নে Rearrange: Olympic, ১৩ নম্বর প্রশ্নে Paragraph: Traffic Jam এবং ১৪ নম্বর প্রশ্নে Letter: The Annual Prize Giving Ceremony অথবা Composition: Your Childhood Memories এসেছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মঙ্গলবার দুপুরে নিজ দফতরে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কিনা কিংবা ফাঁসের গুজব তুলে কারা প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে তা খুঁজে বের করার জন্য ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। তিনি স্বীকার করেন, কম্পিউটারে লেখা কথিত একটি প্রশ্ন তারা পেয়েছেন এবং সেটি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আসলে কম্পিউটার কম্পোজ বা হাতে লেখা প্রশ্ন কতটুকু কমন পড়েছে দেখা হচ্ছে। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ— এ তিন জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের গুজব শোনা গেছে।